R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাবীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
৫ই জুলাই, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্প মঞ্জুর, টাকা নামঞ্জুর

বিশেষ প্রতিনিধি : ১৯৬১ সালে ফরাক্কা থেকে লালগোলা পর্যন্ত ৬৩ মাইল এলাকায় গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের জন্য বিশেষজ্ঞরা ৬৩ কোটির টাকার যে প্রকল্প তৈরী করেছিলেন, কেন্দ্রীয় জনতা সরকার ১৯৭৭ সালে সেই প্রকল্পটি মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু টাকা মঞ্জুর করা হয়নি। এখন মূল্যবৃদ্ধির ফলে আনুমানিক ব্যয় ৬৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অতএব প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অর্থ মঞ্জুরের প্রয়োজন হবে প্রায় ১২৬ কোটি টাকা। এবং এর সবটাই দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। ফরাক্কার এম এল এ আবুল হাসনাৎ খান সম্প্রতি এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, এই কারণে গঙ্গা ভাঙন সমস্যার সমাধান এখনই সম্ভব হচ্ছে না। তবে রাজ্য সরকার সাময়িকভাবে ভাঙন প্রতিরোধের জন্য প্রতি বৎসর যে টাকা খরচ করে থাকেন, বামফ্রন্ট সরকার তার থেকে দেড় গুণ টাকা বেশী খরচ করবেন। বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে ধুলিয়ানের গঙ্গা ভাঙন সমস্যার ওপর। গত বৎসর ধুলিয়ানে সাময়িক ভাঙন প্রতিরোধের জন্য খরচ করা হয়েছিল ১৬ লক্ষ টাকা। এবার দ্বিগুণ টাকা খরচ করা হবে।

বিদ্যুৎ বিভাগে বাস্তুঘুঘুদের বাসা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে বিদ্যুৎ বিভাগের কয়েকটি শাখা অফিসে বাস্তুঘুঘুদের বাসা ক্রমশঃ জোরদার হয়ে উঠেছে। ফলে অফিসগুলোতে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। স্থানীয় প্রবাদ 'জঙ্গিপুরের ভাত পেটে পড়লে নাকি সরকারী কর্মচারীরা জঙ্গিপুর ছাড়তে চান না।' কংগ্রেস আমলে বিভিন্ন সরকারী অফিসে দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা কর্মরত ছিলেন, বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের অনেককেই অন্যত্র বদলি করলেও বিদ্যুৎ বিভাগের বাস্তুঘুঘুদের গায়ে এখনও হাত পড়েনি। সাপ্লাই, আর-ই, মেইনটেন্যানস্ প্রভৃতি বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে বহু কর্মী কর্মরত রয়েছেন। বহু কর্মীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগও রয়েছে। তবুও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। একটি শাখা অফিস থেকে কিছুদিন আগে বহু টাকার বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম রহস্যজনকভাবে চুরি যায়। তার কিনারা আজও হয়নি।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আবার পাপ ব্যবসায়ে কলঙ্কিত মিঞাপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে মিঞাপুরে আবার পাপ ব্যবসা শুরু হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। ইতিপূর্বে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ও 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় সে ঘটনা প্রকাশ হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, কিছু বারবণিতা রাতের আঁধারে মিঞাপুরের আংশিক এলাকায় কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আর তার পিছনে ভোমরারূপী কিছু সমাজবিরোধীর নিত্যরাতের আনাগোনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনজীবনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। মিঞাপুরের আশেপাশের এলাকা হতেই এই যুবতীদের আনাগোনা হয়ে থাকে। এই ঘটনা প্রকাশের পর হতেই কিছুদিন এই পাপ ব্যবসা বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ ২৭ জুন রাত্রি ১টায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কয়েকজন আবার এই ঘটনা দেখতে পায়। তারা দেখতে পায়, রঘুনাথগঞ্জ শহরের জনৈক দালালকে কয়েকজন যুবতীকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে এই কারবার শুরু করতে। স্বেচ্ছাসেবকরা তাকে ধরে ফেলার চেষ্টা করলে সে অনেক অনুরোধ করে তাদের হাত হতে রেহাই পাওয়ার জন্য সেখান হতে সরে পড়ে। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার সুলতান সিং-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

খুন অথবা গুম

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৫ জুলাই—গরু-মোষ দিয়ে ফসল খাওয়ানোর একটি বিরোধকে কেন্দ্র করে গত পরশু ফরাক্কা থানার ব্রহ্মণগ্রামের অভি মণ্ডল (৩৫) নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অভি মণ্ডল ঐ দিন রাত্রে গঙ্গায় টঙে করে মাছ ধরছিল। পুরণো বিরোধের বদলা নেওয়ার উদ্দেশ্যে সত্য ঘোষসহ দশজন অস্ত্রশস্ত্র এবং ইটপাটকেল নিয়ে নদীতেই অভি মণ্ডলকে আক্রমণ করে। অভিযোগ, আক্রমণকারীরা মারতে মারতে অভি মণ্ডলকে জলে ফেলে দেয়। অভি মণ্ডল টঙে ওঠার চেষ্টা করলে লাঠি, বল্লম চালিয়ে এবং ইটপাটকেল ছুঁড়ে তাকে বাধা দেওয়া

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিধানচন্দ্রের মর্মরমূর্তি

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৫ জুলাই—গত ১ জুলাই দুপুর বারোটায় ফরাক্কা মেরিন ঘাটের কাছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিবস উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর একটি আবক্ষ-মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল। অনুষ্ঠানে গান-বাজনা ও বিধানচন্দ্রের জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়।

আমবাগানে সমীক্ষা

বিশেষ সংবাদদাতা, ফরাক্কা : গত ২০ থেকে ২২ জুন অবধি ভারতের আম বিশেষজ্ঞ এবং কৃষি বিশেষজ্ঞের একটি দল মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলাদ্বয়ের বিভিন্ন আমবাগানে সমীক্ষা চালিয়ে গেলেন। দলের পুরোধায় ছিলেন দিল্লীর কেন্দ্রীয় আম গবেষণাগারের সহঃ অধিকর্তা ডঃ আর, এন, সিং এবং লখনউয়ের ফল এবং আম বিশেষজ্ঞ ডঃ চাড্ডা। এ ছাড়াও ছিলেন কল্যাণী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের দু'জন এবং কৃষি বিভাগের অন্যান্য পদস্থ কর্মচারিগণ।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাকঘর উদ্বোধন

মিরজাপুর, ৫ জুলাই—মিরজাপুর অঞ্চলের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ করে গনকর সাব-পোষ্টাপিসের কাজ চালু হয়েছে ১ জুলাই থেকে। জঙ্গিপুর মহকুমা ডাকঘরসমূহের পরিদর্শক অম্বুজাক্ষ মুখোপাধ্যায়সহ বহু অনুরাগী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অম্বুজাক্ষবাবু জানান, টেলিগ্রাফ বাদে সব কাজ এই সাব-পোষ্টাপিসে হবে। গ্রামবাসীরা টেলিফোনের জন্য চেষ্টা

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ট্রাফিক সেনসাস

বিশেষ সংবাদদাতা, ফরাক্কা : ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরী বিভিন্ন জাতীয় সড়কে সারা দেশব্যাপী দু'শো চেক পোষ্ট বসিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে একটি সমীক্ষা চালান হয়েছে গত ১৫ থেকে ১৭ জুন সকাল ছটা পর্যন্ত। উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ তিনটি। পশ্চিম বাংলার দশটি চেক পোষ্টের অন্যতম ছিল ফরাক্কা। গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন নং থেকে কোন প্রতিষ্ঠানের তৈরী, কোন সালের মডেল, ভার বহনের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

আমের আকাল মানের অবনতি

আমের মরশুম শেষ হইল। এখন শুধু মালদার ফজলি বাজারে টিমটিম করিতেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই বৎসর আমের ভালো ফলন হয় নাই—বাজারে আমের আমদানী এবং তাহার দর হইতে তাহা বুঝা গিয়েছে। যেটুকুও আসিয়াছে কারবাইটের জ্বালায় তাহা বিস্বাদ ঠেকিয়াছে।

গতির যুগে মানুষের ব্যস্ততার শেষ নাই; ফলদেহাভ্যন্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোষ বিভাজনাদি ও নানারূপ রাসায়নিক রসক্রিয়ার মাধ্যমে ফলের স্বাভাবিক পক্কতা প্রাপ্তিতে যতটুকু সময় দরকার, তাহা তাহারা দিতে নারাজ। সেখানে বেশ খানিকটা সময় বাঁচাইয়া 'টু-পাইসের' অন্য ধান্দা তাহারা করে। তাই সুদর্শন অথচ সুস্বাদবিযুক্ত পক্কীভূত ফলে অসাময়িক আয়োজন। আর তাহা ভোক্তাদের রসনা তৃপ্তিতে অক্ষম।

বিশেষতঃ আম ও কলার ক্ষেত্রে আজকাল বহু অভিযোগ। ঐতিহ্যমান্ চন্দননগরী কদলী কারবাইড বাষ্পাহত হইয়া অসময়োচিত পক্ক। বর্ণকৌলীন্য অথচ স্বাদের অন্ত্যজতা লইয়া তাহারা দিগ্‌বিদিকে ধাবমান। সহাবস্থানের নীতি মানিতে হইয়াছে মালদহী ও মুর্শিদাবাদী আম্রকূলকেও যাহারা একদা স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় ছিল। যাহাদের তুলার আস্তরণে পরিচর্যা করা হইত, আজ তাহারা মৃত্তিকায় আহত হয়। স্বাদের বালাই নাই; বর্ণসুষমায় পক্কতা থাকিলেই হইল। কীর্তিনাশা কারবাইড রাতারাতি পক্কতার ছাড়পত্র দিতেছে। মুর্শিদাবাদী আমের অতীত গৌরব আজ কাহিনীমাত্র। জঙ্গিপুরের ল্যাংরা, বাতাসা, ক্ষীরসাপাতি, গোপালভোগ ইত্যাদি আমের পক্কাবস্থা জমিদারী হারাইয়া ঠাটবাট বজায় রাখার ব্যর্থ প্রয়াসী জমিদারের মত।

এতক্ষণ রসনার আফসোসের আক্ষেপ করা হইল। আশঙ্কার দিক এই যে, কারবাইড ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে পাকা ফল নাকি শরীরের অনেক রোগ জন্মাইতে পারে বলিয়া সংবাদ। অতএব পাকা ফলের স্বাদ এবং পুষ্টির সাধ—দুই-ই বিঘ্নিত হইতেছে। এই কারণে মাননীয় রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় জনস্বাস্থ্য যাহাতে বিপন্ন না হয়, তাহার জন্য কৃত্রিম পন্থায় ফল পাকান বন্ধ করিয়া দিবার কথা ভাবিতেছেন। ইহা ফলবতী হইলে তাবৎ ফলভুক্‌রা স্বস্তি লাভ করিবেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শিক্ষক ছাঁটাই

আমরা সবাই অবগত আছি, গত ১৯৭৬ সাল থেকে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী অন্যান্য স্কুলের মতও জঙ্গিপুর উচ্চতর বিদ্যালয়ে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী চালু হয়েছিল। আমরা ঐ বিদ্যালয়ের আংশিক শিক্ষকবৃন্দ, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা লাভের পরেও চাকুরীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলাম। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ স্কুলে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী ব্যবস্থা মঞ্জুর করেছিলেন এবং সেই সূত্রে আমরা দশজন শিক্ষক আংশিকরূপে মাত্র ৭৫ টাকার বিনিময়ে নিযুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু প্রায় এক বছর যেতে না যেতেই ডি পি আই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এক আদেশলিপি পাঠালেন মাত্র দু'জন শিক্ষক নিযুক্তির, তাও অস্থায়ীভাবে। এতে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের মধ্যে অনিশ্চয়তা এবং চাকরিচ্ছেদের সম্ভাবনায় আমাদের মত শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। জঙ্গিপুর উচ্চতর বিদ্যালয়ের মত বিপুল সংখ্যক ছাত্রসমৃদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডি পি আই এর নিয়ম অনুযায়ী চল্লিশজন শিক্ষক প্রয়োজন। সে স্থলে মাত্র উনত্রিশ জন শিক্ষককে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। যদি এই ব্যবস্থা চালু করা হয় তাহলে সপ্তাহে তাঁদের ক্লাসের পরিমাণ দাঁড়ায় ছত্রিশ। এটা সম্পূর্ণরূপে অকল্পনীয় এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে করি। উপরন্তু এই বিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয়ে একেবারেই শিক্ষক নেই। কাজেই কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য এই তিনটি বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলে এই বিদ্যালয়ে আরও অন্ততঃ দশজন শিক্ষক নিযুক্তির প্রশ্ন একান্তভাবে এসে পড়ে। বর্তমান পঃ বঃ সরকার জনপ্রিয় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবার অল্পকালের মধ্যেই বেকারভাতা দেবার বন্দোবস্ত করেছেন অথচ সেই পরিস্থিতিতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যক আংশিক শিক্ষকের, অস্থায়ীভাবে হলেও, যে সামান্য চাকরির সূত্রটি ছিল, সেটিও ছিন্ন হবার মুখে। তাই বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের একান্ত আবেদন, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যেন পূর্ণ শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হয়। —জঙ্গিপুর উচ্চতর বিদ্যালয়ের আংশিক শিক্ষকবৃন্দ।

বাস্তুঘুঘুদের বাসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে মেইনটেন্যানস্ বিভাগের জনৈক কর্মচারীকে সম্প্রতি জিয়াগঞ্জ বদলি করা হয় এবং বেলডাঙ্গা থেকে জনৈক কর্মী রঘুনাথগঞ্জ অফিসে তাঁর স্থলে এসে কাজে যোগ দেন। কিন্তু বদলি হয়ে যাওয়া কর্মীটি রঘুনাথগঞ্জ ছাড়তে নারাজ। তিনি এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের একটি ইউনিয়নের হর্তাকর্তাদের দ্বারস্থ হয়েছেন পুনরায় রঘুনাথগঞ্জ অফিসে ফিরে আসার জন্য। গত বুধবার ইউনিয়নের জনৈক কর্তা রঘুনাথগঞ্জে এসে সমস্ত ঘটনা জেনে প্রতিজ্ঞা করে গেছেন যে, মেইনটেন্যানস্ বিভাগের এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে পনের দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গ পাঠাবেন। জনসাধারণ অবিলম্বে রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ বিভাগীয় শাখা অফিসগুলি থেকে বাস্তুঘুঘুদের উচ্ছেদের দাবি জানিয়ে অফিসগুলিতে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

ডাকঘর উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করছেন। আশা করা হচ্ছে, শিগগির টেলিফোন পৌঁছে যাবে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, সাব-পোষ্টাপিস চালু হওয়ার ফলে মিরজাপুরবাসীদের তিনটি দাবির মধ্যে একটি পূরণ হল। বাকী রইল দুই—পাকা রাস্তা ও বৈদ্যুতিকীকরণ।

পারটির প্রতিষ্ঠা দিবস

রঘুনাথগঞ্জ : ২২ জুন সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লক (সুভাষবাদী) এর ৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পারটির রঘুনাথগঞ্জ কমিটির পক্ষ থেকে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

হাসপাতালে অখাদ্য

সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের ডায়াট নিয়ে ছিনিমিনি চলছে বলে আরএসপি নিয়ন্ত্রিত চৌকিদার-দফাদার সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, গত ১৮ জুন রোগীদের পচা কলা ও অখাদ্য রুটি সরবরাহ করা হলে একটি রুটি কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ ভকতকে দেখানো হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রতিবাদ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

ময়নার ধূমপান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ জুলাই—শহর রঘুনাথগঞ্জের ছায়াবাণী সিনেমায় রূপালী পর্দায় 'ময়না'র দুঃখে দর্শকরা যখন দুঃখী, ঠিক সেই সময় বাঁদিকে ওপরে মেয়েদের গ্যালারীতে জ্বলে উঠলো একটি দেশলাই। সবাই অবাক হয়ে দেখলেন, বাস্তবের এক 'ময়না' বিড়ি ধরালেন সেই দেশলাই-এর আগুনে। হলসুদ্ধ লোক হাততালি দিয়ে উঠলেন। একজনের মন্তব্য কানে এলো : এর পর প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান নিষেধের পাশে ব্র্যাকেটে পুরুষ-মহিলা উভয়ের কথাটি লিখতে হবে। দৃশ্যটি গত রবিবার ছায়াবাণী সিনেমায় প্রদর্শনরত 'ময়না' ছবির নাইট শো-এর।

মনসার কোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার লালখান্দিয়ার গ্রামে সাপের কামড়ে ১৬ বছর বয়সের এক তরুণীর মৃত্যু ঘটেছে। দিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি—মনসা পুজোর দিন। ওই দিন সকালে হিন্দু রমণীরা বাড়ীতে গোবরছড়া দেয়। ওই তরুণীটিও বাড়ীতে গোবরছড়া দিচ্ছিল। দেওয়ালের গর্তে ছিল একটি সাপ। হঠাৎ সেটি ছোবল মারে তার হাতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

চোরাই তার উদ্ধার

সাগরদীঘি : সম্প্রতি রাত্রে এই থানার যুগর গ্রাম থেকে ৯০০ মিটার বৈদ্যুতিক এ্যালুমিনিয়ম তার চুরি যায়। পরদিন গ্রামের একটি পুকুরে তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ সম্পূর্ণ তার উদ্ধার করে। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

আমন ধানের সঠিক জাত নির্ব্বাচন

দেশী ধানের বদলে নিজ নিজ এলাকায় জমির অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জাত বেছে নিন। অধিক ফলন জাতের অনেক সুবিধা। আষাঢ়-শ্রাবণ এর মধ্যে লাগিয়ে আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকের প্রথম দিকে কেটে ঐ জমিতে গম, সরষে, আলু, ডাল শস্য, শীতের সব্জি বা অন্য কোন রবি ফসল সঠিক সময়ে চাষ করা যাবে।

জাত-জমির অবদান	*কতদিনে পাকে*	*অধিক ফলনশীল জাত*
জলদি উঁচু (২—৪ ইঞ্চি জল জমে)	১১০—১২০	রত্না, পলমন, পুশা ৩৩-৩০ আই-আর, ২৮-৩০, সি-এল-এম ২৫, আই-টি, ৮৪৯, ২২-৩৩, ১৪৪৪, জেম-৫২-১০২
মাঝারি—মাঝারি (৪—৮ ইঞ্চি জল জমে)	১২০—১৩৫	আই-আর ২০, জয়া, জয়ন্তী, বিজয়া, বাণী, আইসার, ২২-২৬, আই-ই-টি-১১৩৬, ২২৫৪, সি-আর ১৫৫০, সি-এন-এম-৩১
নাবি—মাঝারী—নীচু (৮—১২ ইঞ্চি জল জমে)	১৫০ বা তার বেশী	পঙ্কজ, মাসুরী, আই-ই-টি ৩২৫৭, আই-আর ৫৮, ওসি ১৩৯৩, সি-আর ১০১৪
বেশী নিচু—(৩—১২ ফুট জল জমে)	১৫০ এর বেশী	জলধি-১ জলধি-২
আউশ বা পাট কেটে যে সব ধান লাগানো যাবে তা হল—		রত্না, পলমন ৫৭৯, আই আর ৩০, ২৮, ২৬, ২০, আই-ই-টি ১৮৯৫, সি-আর ১৫৫০, এন-সি ১২৮১, ওসি ১৩৯৩, সি-আর ১০১৪
রোগ ও পোকা সহনশীল জাত হল—	ভেঁপুপোকা	আই-ই-টি ২৮৯৫, সি-আর ১৫৫০, মাসুরী
	মাজরাপোকা	রত্না, পলমন, আই-আর ২০, ২২, ৩৩, আই-ই-টি ২৮৯৫, সি-আর ১৫৫০, আই ই-টি ২২৯৫, ১১৩৬, পঙ্কজ, বিজয়া, জয়ন্তী
রোগ প্রতিরোধ জাত—	ধসা	আই-আর ২০, ২২, বিজয়া, আই-ই-টি ২২৫৪
	ঝলসা	আই-ই-টি ৮৪৯, ১৪৪৪, ২২৯৫, ১৩৩৬ পঙ্কজ
	টুংরো	আই-ই-টি ২৫০৮, আই-আর ২০, বিজয়া, পঙ্কজ, শক্তি
জল দাঁড়ানো সহ্য করতে পারে এমন জাত—		আই-আর ৫০৫৮, সি-আর ১০১৪ জলধি ১, জলধি ২।

বীজশোধন—এক এক জমির রোয়ার জন্য বীজ লাগবে ১৫—২৪ কেজি। এই বীজ দশ শতক জমিতে বুনুন। সব সময় নিরোগ পুষ্ট ও উন্নত মানের বীজ বুনুন। যে বীজই হোক না দেড় লিটার জলে দেড় গ্রাম ট্যাফাশান ৬ বা এরেটান ৬ মিশিয়ে ১ কেজি বীজ ৮—১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর বীজ তুলে ছায়ায় শুকিয়ে বুনতে হবে। ধসা রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে ঐ জলের সঙ্গে আধ গ্রাম এগ্রিমাইসিন ঔষধ মিশিয়ে নিতে হবে।

বিভিন্ন ব্লক বীজ খামারে সার্টিফায়েড ও ট্রুথফুলি লেভেলড বীজ পাওয়া যাচ্ছে। দাম যথাক্রমে প্রতি কেজি ১-৭৫ এবং ১-৫০ পয়সা।

বিস্তারিত জানবার জন্য স্থানীয় কৃষি কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত)

খুন অথবা গুম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর অভি মণ্ডল নিখোঁজ হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে একজনকে গ্রেপ্তার করে এবং হত্যার অভিযোগে ৩০৪ ধারায় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়।

আর একটি খবরে জানা যায়, অভি মণ্ডল নাকি মারা যায়নি। সে নাকি সাঁতরে তীরে ওঠে এবং মামলার সুবিধার জন্য তাকে নাকি লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

আমবাগানে সমীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভারতের বিভিন্ন আম এলাকায় খোলা আম গবেষণাগারের অনুরূপ একটি আম গবেষণাগারের দাবী জানিয়েছিলেন পঃ বঃ থেকে। নির্বাচিত লোকসভার সদস্য কমঃ জ্যোতির্ময় বসু গত বছর। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমীক্ষকদলের সমীক্ষা সফর। মুর্শিদাবাদের লালবাগে এবং ফরাক্কায় এবং মালদার তিন স্থানে সমীক্ষকদল আমচাষীদের সাথে মিলিত হয়ে আমের রকমারি সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রয়োজন বোধে আম-গবেষণাগারটি কোথায় স্থাপিত হবে, মালদায় না মুর্শিদাবাদে অথবা কৃষ্ণনগরের মাধ্যমেই কাজ চালান হবে, সেটি স্থির করবেন সমীক্ষকদল, বিশেষ করে ডঃ সিং এবং ডঃ চাড্ডা।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ট্রাফিক সেনসাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতা, কতটা মাল বহন করছে, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, মালের রকম, আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি অন্যতম। কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশন এই সমীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচলকারী মোটরযানের সংখ্যা, মালের পরিমাণ এবং বাহিত মালের মূল্য জানাটাই অন্যতম। কেন না, কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রক এই সমীক্ষার ভিত্তিতে কোন কিছু একটা পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চান।

বিকো
ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট
ডিলার : **ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর**
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

তীর্থদর্শন ও প্রমোদ ভ্রমণকারীদের জন্য

ট্যুরিষ্ট কোচে ভ্রমণ

(ছয় দিনের জন্য)

আগামী ৭ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই সোমবার রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট হইতে রাত্রি ১০টায় গাড়ী ছাড়িবে।

দর্শনীয় স্থানঃ পুরী জগন্নাথদেবের মন্দির। কোণারক সূর্য্য মন্দির। ভুবনেশ্বর মন্দির, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, সাক্ষীগোপাল।

যোগাযোগের স্থানঃ কমাল টি হাউস, ফুলতলা। চা-ভিলা—রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট। গণপতি রেডিও হাউস, রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট। আপনার চা, জঙ্গিপুর সাহেববাজার।

ভাড়া—১১০·০০

পরবর্তী আকর্ষণ—নেপাল ও কাটমুণ্ডু

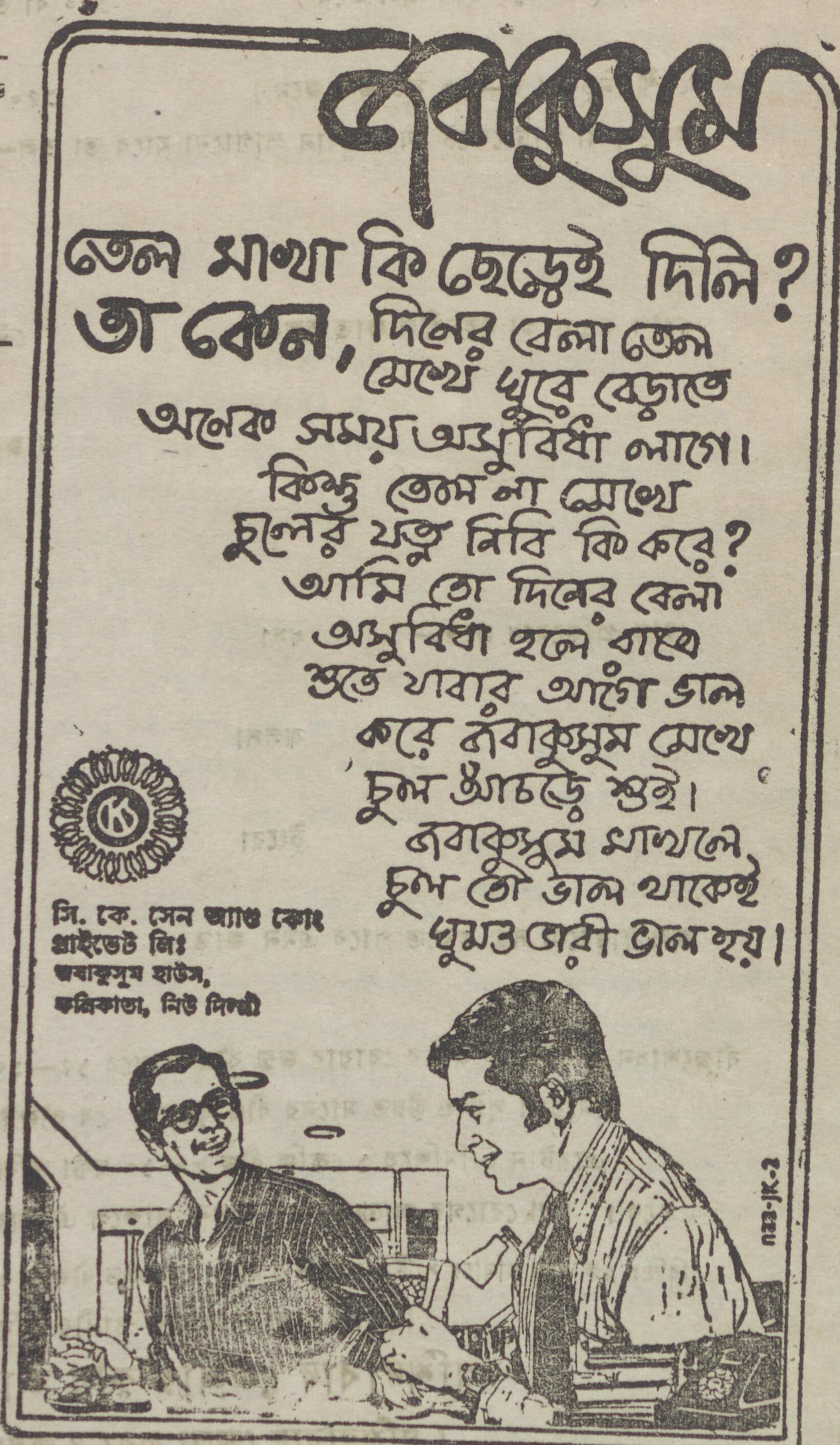

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুনয় পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।